দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

বগুড়ায় অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুল জরাজীর্ণ

প্রকাশিত: ০৩ - জুলাই, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া অফিস ॥ প্রায় এক তৃতীয়াংশ সরকারী প্রাথমিক স্কুলের উন্নত ভৌত অবকাঠামো নির্মিত হয়নি। কোথাও ভগ্নদশা টিনের বা মটির ঘরে পাঠদান চলছে। নদী তীর ও চরগ্রামের অনেক স্কুল ভাঙ্গনের থাবায় বিলীন। এই স্কুলগুলোর কার্যক্রম ভিন্ন গ্রামে পূর্বের নামে কোথাও খোলা মাঠে, কোথাও গৃহস্থ বাড়ির আঙ্গিনায় চলছে। ঠিকানা হারানো এইসব স্কুলের ভবিষ্যত কি তার কোন দিকনির্দেশনা আসেনি। শিক্ষকগণ চাকরি বজায় রাখছেন হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে। শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর বগুড়ার প্রতিটি উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোর তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ তালিকা পাঠিয়েছেন।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা তাহমিনা বেগম জানান, জরাজীর্ণ কাঁচা ও ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ের তালিকা ওপর মহলে পাঠানো হয়েছে। একটি সফটওয়্যারে দেশে এ ধরনের স্কুলের ডাটা বেজ তৈরি হচ্ছে। অনুন্নত ভৌত অবকঠামোর স্কুলের তালিকা তৈরি করে উপজেলা প্রকৌশলীগণের মাধ্যমে এইসব স্কুলের নির্মাণ কাজ হচ্ছে। তত্ত্বাবধান করছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি)। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্র জানায়, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (পিইডিপি-৪) এর আওতায় সরকারী প্রাথমিক স্কুলের ভৌত কাঠামো চার তলা হবে। যেখানে নতুন অনেক বিষয় সংযোজিত হয়ে শিক্ষার্থীরা উন্নত শিক্ষা পাবে। পূর্বের যে কাজগুলো বাকি রয়েছে সেগুলো পিইডিপি-৪ এর সঙ্গে যুক্ত হবে।

বগুড়ায় সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ১ হাজার ৫শ' ৯৯টি। এর মধ্যে নতুন সরকারীকরণ হয়েছে ২৬৭টি। অনুন্নত ভৌত অবকাঠামো জরাজীর্ণ স্কুলের সংখ্যা ৫০৭টি। যমুনা তীরবর্তী সারিয়াকান্দি, ধুনট, সোনাতলা উপজেলার নদী তীর ও চরগ্রামের সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলো প্রতিবছর ভাঙ্গনের থাবায় পড়ে। সারিয়াকান্দি উপজেলার ১৬৮টি সরকারী প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে ৪৪টি যমুনার চরাঞ্চলে। গত ছয় বছরে ৩০টি নদীগর্ভে চলে গেছে। এইসব স্কুলের পাঠদান চলছে কোথাও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ঝুপড়ি ঘরে। কোথাও কাঁচা ঘর তুলে কোথাও গাছতলায়। কয়েকটি স্কুল ভিন্ন গ্রামে পূর্বের নামে স্থানান্তরিত হয়েছে।

সারিয়াকান্দি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানালেন, বর্তমানে ২৮টি সরকারী প্রাথমিক স্কুলের ভবন নেই। গত অর্থ বছরে ২০টি সরকারী প্রাথমিক স্কুল ভবন নির্মাণের বরাদ্দ মিলেছে। যমুনার দুর্গম চর পাঁচবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক স্কুলে পাঠদানের পাশাপশি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে নির্মিত হয়। এই বিদ্যালয় থেকে নদীর দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটার। নদী ভাঙ্গন স্কুলের কাছাকাছি আসছে। ধুনট উপজেলার শহরাবাড়ি, আটাচর ও রাধানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অনেক আগেই যমুনাগর্ভে চলে গেছে। এই তিন বিদ্যালয় পাশের গ্রাম চুনিয়াপাড়ায় পূর্বের পরিচিতিতে কাঁচা ঘরে স্থাপিত হয়েছে।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com